প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির নিবন্ধীকৃত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণার বিষয়

আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত (নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)

গবেষক

অর্পিতা মণ্ডল

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : R-18RS02210121

রেজিস্ট্রেশন তারিখ : 13th February, 2019

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোস্তাক আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
প্রথম অধ্যায়	
আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সমসময়ের বাংলা কথাসাহিত্য ও আফসার আমেদ	১০
তৃতীয় অধ্যায়	
আফসার আমেদের উপন্যাসে সময় ও সমাজের অভিঘাত	১৩
চতুর্থ অধ্যায়	
আফসার আমেদের ছোটোগল্পে সময় ও সমাজের অভিঘাত	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	
আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রতা	১৯
উপসংহার	২১
গবেষণা সন্দর্ভের আকর গ্রন্থসমূহ	২৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৭
সহায়ক পত্রপত্রিকা ও ওয়েবসাইট	২৮

ভূমিকা

শিল্পী মাত্রই সময়ের প্রতি দায়বদ্ধ থাকলেও সেসবের ঊর্ধ্বে আছে তাঁর এক মহিমময় রূপ। সেই সত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ চর্চার সূত্রপাত। বাঙালি আত্মপরিচয়ে বিশ্বাসী কথাকার আফসার আমেদ মানুষের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতার কালো মোড়কগুলিকে জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন। সেখানে ছলনা, ভণিতা প্রভৃতি কোনোকিছুকেই স্থান দেননি। কোনো আবরণীর বেষ্টনী নয়, একেবারে মুখোমুখি নির্মাণ-বিনির্মাণের প্রচেষ্টা। হৃদয়ের প্রসারতাই যে একটি সমাজকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে তিনি তার সতত পক্ষাবলম্বন করেন। লেখক নিজেই তাঁর সমাজ-সংস্কারক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতায় প্রয়াসী হন।

> ‘একই মায়ের সন্তান মোরা আমরা দুটি ভাই
> হিন্দু নয় মুসলমান নয় রে মানুষ নামে পরিচয়।’[১]

লোককবির উপলব্ধির মতো আফসার আমেদও তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে গঙ্গা-সরস্বতীর মেলবন্ধন ঘটান। বাস্তবিক তাঁর রচনাগুলিতে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়। মানবতাবাদী, সমানুভূতিশীল এক স্রষ্টাকে কেবল পরিবেশের নিরিখে বিচার করে তাঁকে সাম্প্রদায়িক এক জনগোষ্ঠীর লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা এবং বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা একেবারেই সমীচীন মনে হয় না। তাঁর সমস্ত প্রান্তিকতার কালিমাকে দূরে নিক্ষেপ করে কেবলমাত্র সামাজিক অন্যায়, অবিচার নিবারণার্থে কলমাগ্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো সামাজিক দায়বদ্ধ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়।

আফসার আমেদের সমাজ-পরিবেশের অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাদের এক ধরনের মুক্তির দিশা দেখায়। তাই গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হয়— ‘আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত (নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)’।

গবেষণা-সন্দর্ভে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে আছে পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের মূল বিষয় ভাবনা : 'আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়।' এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে— আফসার আমেদের শৈশব জীবন, লেখক হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা, অল্পবয়সেই লেখক হিসাবে স্বীকৃতিলাভ, দারিদ্র্যতাকে আজীবন সঙ্গী করে পথ চলার অপরিসীম সাহস, শিক্ষা, সাংসারিক পরিমণ্ডল, পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে 'সমসময়ের বাংলা কথাসাহিত্য ও আফসার আমেদ।' এই অধ্যায়ে ব্যক্তি আফসার তাঁর সৃজন প্রতিভার জাদুতে সমসময়কে কতটা, কীভাবে প্রভাবিত করেছেন; সমকালীন অন্যান্য বিশিষ্ট বাংলা কথাসাহিত্যিকদের পুষ্পবনে নিজেকে সুগন্ধি পুষ্প হিসাবে কতটা সুভাষিত করতে পেরেছেন; লেখনীর চমৎকারিত্বে সমসময়কে চাতুর্যের মাধ্যমে কেমনভাবে দৃঢ়তা দান করেছেন প্রভৃতি নানান বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয় ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হল 'আফসার আমেদের উপন্যাসে সময় ও সমাজের অভিঘাত।' বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী রচনা হিসাবে লেখকের কিস্‌সা-উপন্যাসগুলির উপর আলোকপাত; এছাড়া, সমাজের বৈচিত্র্যধর্মী বিষয়ের নিরিখে উপন্যাসের বুনোট রচনা, 'ঘোরতর নারীবাদী'-র তকমা মাথায় নিয়েও উপন্যাসের রূপকল্প নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় এ অধ্যায়ের সারবস্তু।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে আফসার আমেদের অসাধারণ সব ছোটোগল্প। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় 'আফসার আমেদের ছোটোগল্পে সময় ও সমাজের অভিঘাত।' সমাজের নানান বিষয় ও বিচিত্র সব চরিত্র আফসারের ছোটোগল্পগুলি অধিকার করে আছে। গল্পগুলিতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বড়ো চমৎকারভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয় ভাবনা 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রতা'। কথাসাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যে অন্তঃরঙ্গ মনোবাঞ্ছা তাঁর মধ্যে ক্রীড়াশীল ছিল এ অধ্যায় তারই বাস্তব প্রতিরূপ। বিশেষত, কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলির বিষয়-আঙ্গিকগত বিশ্লেষণের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিরিখে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের স্বতন্ত্র দিকগুলির প্রতি আলোকপাত এ অধ্যায়ের মুখ্য ভরকেন্দ্রস্বরূপ পরিগণিত হয়।

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনের মূল বিষয় ভাবনা প্রস্তাবিত বিষয় ভাবনার অনুরূপ। মূল বিষয়ের অধীনে আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় ভাবনাকে অভিন্ন রেখে ক্রমিক ভাবনা ও কিছু শব্দের অদল-বদল করা হয়েছে। লেখকের সুপ্রচুর সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিবিড় পাঠের মাধ্যমে উপন্যাস ও ছোটোগল্প গৃহীত হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার জন্য নির্ধারিত গ্রন্থগুলিতে একেবারে হতদরিদ্র মানুষ তথা দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের জীবনালেখ্য সুন্দর পরিভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ধনী শহুরে জীবন নয়, গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ের কথকতা চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে সেইসমস্ত জীবনের অন্বেষণে দৃঢ় হয়েছে গবেষণার পটভূমি এবং ত্বরান্বিত হয়েছে গবেষণা প্রক্রিয়ার অগ্রগতি।

তথ্যসূত্র :

১। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), 'জনপদাবলি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১ম প্রকাশ, ২০ মে ২০০১, পৃ. ১০৮

গবেষণা সন্দর্ভের চূড়ান্ত অধ্যায় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায় : আফসার আমেদ : সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়

বিগত শতাব্দীর আশির দশকের বিশিষ্ট কথাকার আফসার আমেদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের মনোরাজ্যের গহনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। মনের পোস্টমর্টেমের পাশাপাশি সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষজনের সমবেদনায় সমব্যথীর ভূমিকা নিয়েছেন, সমালোচিত হয়েছেন 'ঘোরতর নারীবাদী' হিসাবে। এমনই এক মরমী কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের নানান মাত্রা, প্রেরণা, ব্যক্তিজীবনের চড়াই-উৎরাই, শিক্ষা, চাকুরি, সম্মানপ্রাপ্তি তথা তাঁর যাপনের খুঁটিনাটি চালচিত্রে ভরে উঠেছে এ অধ্যায়।

আফসারের কথাসাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে তাঁকে জানা-চেনা খুবই জরুরি। সে মানুষটি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন, তা পূরণে লেখালেখির মতো দৃঢ় মাধ্যমকে হাতিয়ার করেন, তিনি যে কতটা সুন্দর মনের অধিকারী তা সহজেই অনুমিত হয়। 'আমৃত্যু লিখব। লিখে যেতেই হবে। কেন-না লেখা দিয়ে যদি কিছু করা যায়। সমাজবিশ্বে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, কত অপ্রেম-অসহায়তা, অসাম্য, নীচতা, হিংসা, বঞ্চনা আর অসম্মান, তার বিরুদ্ধে লিখে যেতেই হবে। কেন-না, 'এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা ...'।'[১] 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপকের প্রতিভাষণে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিসাবে লেখকের এ বক্তব্য এবং লেখনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য তাঁকে পাঠকের অন্তঃকরণে স্থায়ী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। তিনি প্রতিবাদের পন্থা হিসাবে সাহিত্যের আশ্রয়ে কলমের কালিকে বেছে নিয়েছেন। জীবনব্যাপী তাঁর সেই প্রতিবাদী সত্তা অটুট ছিল। সমাজ-মানুষ-সময়ের প্রতি এভাবেই একজন শিল্পী হিসাবে নিজের দায়িত্ববোধ পরিপূর্ণ করেন।

বাঙালি হিসাবে গর্বিত লেখক আফসার আমেদ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল হাওড়া জেলার অজপাড়াগাঁ কড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় অসাবধানবশত সনবিভ্রাট ঘটে এবং তাঁর বয়স ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল হিসাবে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়। বড়োদের এমন অসাবধানের শিকার হয়ে দুইবছর বেশি বয়স ঘাড়ে চাপিয়েই তাঁকে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। তবে, বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে প্রকৃত বয়সই মান্যতা পাবে।

বড়োদের ভুল যদি কিছুটা এড়িয়ে যাওয়া যায়, এক্ষেত্রে সেটিই ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসাবে গৃহীত হবে। আফসার আমেদের ডাকনাম কালো। গায়ের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যে এমন নামের উৎপত্তি তা বলাইবাহুল্য। তবে, সে নামকে গুরুত্ব না দিয়ে সমাজ থেকে সেই কালো দূরীকরণের প্রচেষ্টাই তাঁর সাহিত্যসম্ভারে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পিতা সেখ খলিলুর রহমান ও মা আরফা বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র আফসার। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের মতোই দুইদিদি মঞ্জুরা ও নাদিরার পর তাঁর জন্ম। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই রফিক ও বোন কোহিনূর বেগম। তাঁর ম্যাট্রিক পাশ ঠাকুরদা সেখ জামালুর রহমান এজি বেঙ্গলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। ঠাকুমা আয়েশা বেগম গৃহবধূ। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পেলে তাঁদের বেশিরভাগ আত্মীয়-পরিজন সেখানে চলে যান। কিন্তু মা আরফা বেগমের অনিচ্ছাতে তাঁরা এপার বাংলাতেই রয়ে যান।

দূরতম এক দ্বীপের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত কড়িয়া গ্রামে ভীষণ দারিদ্র্য, অস্বাচ্ছন্দ্য ও অপরিসর স্থানে কেটে যায় আফসারের শৈশব-কৈশোর জীবন। পড়াশুনার তেমন সুযোগ না পাওয়া বাবা সেখ খলিলুর রহমানকে সারাজীবন প্রচুর পরিশ্রমের মজুর-শ্রমিকের কাজই বেছে নিতে হয়। তবে, মায়ের শোনানো গল্প বাস্তবকে ভুলিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যেত কোনো রূপকথার কল্পলোকে। সে গল্পের মোহিনী জাদুতে কল্পনার ডানায় ভর করে অপরিণত মন ঘুমের রাজ্যে চলে গেলেও মায়ের সেই প্রেরণাই যে তাঁকে লেখালেখিতে উৎসাহ জুগিয়েছে তা তিনি বিভিন্নভাবে স্বীকার করেছেন। এছাড়া, ছোটোবেলায় দেখা যাত্রাপালার স্বপ্নের বুদবুদ ও নিজ অন্তরের তাগিদ— এ সমস্ত সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি বর্তমানের কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ।

আফসার আমেদ শিক্ষিত মানুষ। ইতালীয় দার্শনিক গ্যালিলিওর মতো সারাজীবন অর্থকষ্টকে বয়ে বেড়ালেও কিংবা অর্থের জন্য পড়াশুনায় ছেদ পড়লেও তিনি থেমে থাকেননি। লেখালেখিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেই খুলে যায় তাঁর একের পর এক শিক্ষার দরজা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাগনান কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ সাম্মানিক হন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর হন। যদিও তখন তিনি রীতিমত একজন প্রতিষ্ঠিত

সাহিত্যিক। অধ্যাপক মানস মজুমদার ক্লাসে তাঁকে স্নেহবশত বলতেন— 'তুমি ক্লাস করছ কেন, তোমার তো এখন পুজোর লেখা, বাড়ি গিয়ে লেখো গিয়ে।'[২]

ক্লাস সিক্স-সেভেন থেকেই আফসারের লেখালেখির সূত্রপাত ঘটে। সারাজীবন অজস্র কবিতা লিখলেও সেটিকে তিনি গদ্যসৃষ্টির অবলম্বন তথা সোপান উত্তরণের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেন—'কবিতা আমার কাছে প্রাণের জিনিস। আখ্যানচর্চায় নিরবচ্ছিন্ন থাকার একপ্রকার ওয়ার্ময়াপ। অনেক কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো রাখিনি। নিজেকে গদ্যের সৃষ্টিতে থাকার যোগ্য করে তোলার জন্য কবিতা আমার অবলম্বন।'[৩] তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'সংযম' ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন মিত্রের সম্পাদিত চলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত গল্প হিসাবে 'মনের মানুষ' 'ময়দান' পত্রিকায় ছাপা হয়। আফসারের প্রথম গল্পগ্রন্থ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় 'আফসার আমেদের ছোটগল্প' নামে। আফসারের প্রথম প্রবন্ধ ক্ষেত্রসমীক্ষাধর্মী। ১৯৭৮-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় 'মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত' নামে প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘরগেরস্তি' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'শারদীয় কালান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আফসার কৈশোরেই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর লেখালেখির প্রারম্ভিক পর্বটি দক্ষতার সঙ্গেই অতিক্রম করেন।

লেখক বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'ময়দান', ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'কালগোধূলি' (অশোক পোড়িয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে), ১৯৮৪-এ 'আর্যভট্ট' (তরুণ সিংহের সহায়তায়), ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক 'জাগর' প্রভৃতি। তিনি বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অল্পবয়স থেকেই সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রিত হন। বক্তা হিসাবে যোগদানের সুযোগও পান। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ ও সাহিত্য অকাদেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রে তিনি লেখক হিসাবে আমন্ত্রণ পান। এ বড়ো সম্মানের জায়গা। তাঁর অনুভূতিতে—'ছাত্র হিসাবে লেখক হয়ে ওঠার বিড়ম্বনা কম ছিল না।'[৪] লেখক হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়। আফসার সংসারী ও সুখী মানুষ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার সাঁকরাইলের রঘুদেববাটীর মেয়ে নাসিমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যিনি সারাজীবন তাঁর পাশে ছিলেন। স্ত্রী

নাসিমা, পুত্র শতাব্দ আমেদ, কন্যা কুসুম হিয়া এবং বাবা-মাকে নিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সাংসারিক পরিমণ্ডল।

সারাজীবন তিনি বিভিন্ন সাহিত্যকৃতির অধিকারী হন। তার মধ্যে ২০০০ সালে অনুবাদ সাহিত্যে এবং ২০১৭-তে 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার তাঁকে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মানিত করে। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের থেকে পাঠকদের উপরই তিনি আস্থা রেখেছেন বেশি।

পথশিশু, ফুটপাথের নর-নারী, কলকাতার মুটে-মজুরদের নিয়ে আফসারের মেতে ওঠা সুন্দর মনের সাক্ষরই বহন করে। সেই মানুষটি সিরোসিস অফ লিভার নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ৪ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টিভেজা অপরাহ্নে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। প্রকাশক (দে'জ পাবলিশিং) সুধাংশুশেখর দে-র উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে অগ্রসর হব—

> "বাংলা ভাষার একটি শব্দবন্ধ বহুল ব্যবহৃত হয়। সেটি হল 'মাটির মানুষ'। এই শব্দবন্ধটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম, নিরীহ, ভালো মানুষ, নির্বিরোধী মানুষ এবং দ্বিতীয়, আক্ষরিক অর্থ যদি ধরা যায়, মাটির কাছাকাছির মানুষ। মাটি-সম্পৃক্ত মানুষ। এই শব্দগুচ্ছের দুই অর্থই আমার দেখা একজন মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি আফসার আমেদ।"[৫]

তথ্যসূত্র :

১। আফসার আমেদ, "এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা" (বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণ), 'গাধা', সম্পাঃ মলয় সরকার, হাওড়া, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২৩৭

২। আফসার আমেদ, "নিয়েছি অনেক দিতে পারিনি কিছুই", 'গাধা', তদেব, পৃ. ২৩১

৩। মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', তদেব, পৃ. ২৩৯

৪। আফসার আমেদ, "নিয়েছি অনেক দিতে পারিনি কিছুই", 'গাধা', তদেব, পৃ. ২৩১

৫। সুধাংশুশেখর দে, "মাটির মানুষ আফসার আমেদ", 'গাধা', তদেব, পৃ. ১৯৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমসময়ের বাংলা কথাসাহিত্য ও আফসার আমেদ

যে-কোনো লেখককে অনুধাবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমকালের অন্বেষণও একান্ত জরুরি। কারণ, লেখকের জীবৎকালের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি তথা সংকটময় অভিঘাতগুলি সহজেই তাঁর মনন-মানসে ছাপ ফেলে। আর সময়ের অনুষঙ্গে সেগুলিই প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকট আকারে লেখকের সৃষ্টিকর্মে প্রতীয়মান হয়। সেই হিসাবে আফসার আমেদকে বুঝতে হলে বিশ শতকের আশির দশক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুই বিশ্বযুদ্ধ দেখা পৃথিবী যখন পরমাণু বোমার আঘাত সামলাতে ব্যস্ত, ভারতবর্ষ দীর্ঘ দুইশত বছরের পরাধীনতার পর স্বাধীন হয়েও বিভিন্ন জনরোষের আঘাতে অবিন্যস্ত, প্রতিবেশী দেশগুলি ড্রাগনের মতো ভারতকে আত্মসাৎ করায় তৎপর, তেভাগা-নকশাল প্রভৃতি আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গ অনেক স্থিতিশীল হলেও সমালোচনা পিছু ছাড়ে না। এসমস্ত অশান্ত ক্ষুব্ধ সময়ের দলিল হয়ে থাকে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম।

রাজনৈতিক পালাবদল তো সভ্যতার স্বাভাবিক ঘটনা। ১৯৭৭ সালের বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গা এবং ১৯৭৮ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গব্যাপী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন— এ রাজ্যের গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৭৭-এর পর কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিকে স্বীকার করলেও শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রের বিধ্বস্ত রূপকে চিত্রিত করেছেন—“আসল ঘাটতি অন্যত্র। ... সিভিল সোসাইটির দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সামনে নেই কোনো আদর্শ, নেই কোনো দিশা। নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ বিলুপ্ত প্রায়। ... নেই কোন সাংস্কৃতিক পিছুটান, নেই কোনকর্মনিষ্ঠা, কর্মসংস্কৃতি। তার ফলে এক বিশাল সংখ্যক যুবসম্প্রদায় দিশাহারা হয়ে ঘুরছে। কর্মহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা তাদের ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে।”[১] বেকারত্ব সমস্যা, যুবসম্প্রদায়ের ধ্বংসের চিত্র, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত রূপ, নৈতিক মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আশির দশকের জ্বলজ্যান্ত সমস্যারূপে প্রতীয়মান হয়। সমকালীন স্রষ্টারা এই বিষয়গুলি সময়ের ক্ষতচিহ্নস্বরূপ তাঁদের সৃষ্টিসম্ভারে লিপিবদ্ধ করেন।

আফসার স্বয়ং বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণের প্রতিভাষণে তাঁর সমকালীন লেখক-বন্ধুদের জন্য গর্বান্বিত হয়েছেন। এই পর্বে আলোচিত লেখকবৃন্দ হলেন— ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮),

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০), অমর মিত্র (১৯৫১), আবুল বাশার (১৯৫১), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), অভিজিৎ সেন (১৯৪৫), কিন্নর রায় (১৯৫৩), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭), রামকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬), দীপঙ্কর দাস (১৯৪৮), সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪), নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৬), সমীর রক্ষিত (১৯৪০), নলিনী বেরা (১৯৫১), সোহারাব হোসেন (১৯৬৬–২০১৮), শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬), শরদিন্দু সাহা (১৯৬০) ও দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০)। এদের প্রত্যেকের কলমে প্রায় গল্প-উপন্যাস উভয়ই সম প্রাধান্য পায়।

আশির দশকের কথাকারগণ রোমান্সধর্মী কথাসাহিত্যের প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে আটকে দিয়ে বাস্তবের মাটিকে আঁকড়ে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁরা মূলত গ্রামবাংলাকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন। তবে, শহর যে একেবারে উপেক্ষিত তা নয়। সেইসঙ্গে ভূমিপুত্র হিসাবে জন্মভূমিকে তাঁদের সৃজনকর্মে প্রস্ফুটনের সদ্‌ইচ্ছা লক্ষিত হয়। তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়েই নিজস্ব পরিচিত জনজীবনকে বাঁচিয়ে রাখার এক প্রয়াস দৃষ্ট হয়, যেটাকে অনেকটা অন্তর্মূল পুনরুদ্ধারের নামান্তর বলা যেতে পারে। সময়কে সঙ্গী করে সমাজের নানান মাত্রা তথা অর্থ, ভোগবাদ-যা একরকম বিশ্বায়নের রূপান্তর, দাঙ্গা, রাজনীতি প্রভৃতি নিয়তি-নির্ধারিত হিসাবে অনুসন্ধান এই দশকের কথাশিল্পীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে, গ্রাম-জন্মস্থান-শিকড়ের অন্তর্মূল অন্বেষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সৃষ্টিকর্মে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়নি, উঠে এসেছে বিচিত্র সব আখ্যানের ভিন্নধর্মী অভিরূপ, যেগুলি পাঠকবৃন্দকে প্রতি পদে পদে চমৎকৃত করে তোলে। শোষক-শোষিতের সম্পর্ক— এককথায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব পৃথক পৃথক প্রেক্ষিতে এ দশকের গল্পকারদের রচনায় উঠে আসে। শুধু তাই নয়, সমাজের খারাপ তথা নেতিবাচক দিকগুলি চর্চার মধ্য দিয়ে এ দশকের সাহিত্যিকেরা বাস্তবতাকে ধরতে চাইলেন। এছাড়া, রূপকার্থে ভাষার ব্যবহার এ সময়ের সৃষ্ট সাহিত্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে৷ আশির দশকের কথাসাহিত্যিকদের এ ধরনের মুষ্টিমেয় প্রবণতা আফসারের সাহিত্যে লভ্য। এছাড়া, প্রত্যেকটি শিল্পীরই স্বতন্ত্র কিছু বিশিষ্টতা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করে তোলে। এখানে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সমসময়ের নিরিখে বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ধৃত লেখকবৃন্দ ও আফসার আমেদ নিজেদের শিল্পীসত্তায় কেমনভাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন— সে বিষয়গুলিই গবেষণার পরতে পরতে প্রতিষ্ঠা পায়।

তথ্যসূত্র :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘কালের প্রতিমা’, ৫ম সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩১৪

তৃতীয় অধ্যায় : আফসার আমেদের উপন্যাসে সময় ও সমাজের অভিঘাত

চিরপ্রবহমান সময়ের তালুতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই আবহমানকাল বন্দি। ধীরে ধীরে অসাড় ধরিত্রীতে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন, জন্ম নিয়েছে মানুষরূপী বুদ্ধিমান জীব। ছন্নছাড়া যাযাবর থেকে তারা ক্রমবিবর্তনে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়। পরবর্তীকালে স্থায়ী বসবাসের জন্য তারাই সমাজের পত্তন ঘটায়। সময়ের নাগপাশে কোনো-না-কোনোভাবে সমগ্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগৎ— সবই বাঁধা পড়ে যায়। সময়ের ভেলায় ভাসতে ভাসতে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, নিজেদের ভাববিনিময়ের তাগিদে প্রথমে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নেয়। তারপর চিত্র, লিপি, অক্ষর, ভাষা প্রভৃতি আবিষ্কার করে মনোগত সুপ্ত চিন্তাচেতনার প্রকাশ পথকে সুগম করে তোলে। এইভাবে বীজ থেকে মহীরূহ সৃষ্টিতে সময়কে সাক্ষী রেখে সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সাহিত্যচর্চার ধারাবিবরণীতে পদ্য, গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের সমাগম ঘটে। এসবই সময়ের খুঁটিতে বাঁধা। সময়ের উত্তরণে দিনের পর দিন, মাস থেকে মাস, বছরকে বছর, যুগের পিঠে যুগ অতিক্রান্ত হয়।

স্বতন্ত্রতায় ভাস্বর কথাশিল্পী আফসার আমেদ সমাজের প্রেক্ষিতে সময়কে কতটা আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হলেন কিংবা সময় ও সমাজ কীভাবে তাদের নিজস্ব ধারাবাহিকতায় ধরা দিল— এমনই কিছু জটিল সমস্যার মীমাংসাক্ষেত্র হয়ে উঠবে এ অধ্যায়। আফসার আমেদের নির্বাচিত কিছু উপন্যাসকে ভরকেন্দ্রে রেখে সে আলোচনায় অগ্রসর হব।

এই পর্বের আলোচিত উপন্যাসগুলি হল—

১। বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা (১৯৯৫)

২। কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক (১৯৯৬)

৩। এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা (১৯৯৮)

৪। মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা (২০০৩)

৫। হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা (২০০৭)

৬। এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা (২০১০)

৭। ঘরগেরস্তি (১৯৮২)

৮। আত্মপরিচয় (১৯৯০)

৯। স্বপ্নসম্ভাষ (১৯৯১)

১০। খণ্ডবিখণ্ড (১৯৯২)

১১। অন্তঃপুর (১৯৯৩)

১২। ধানজ্যোৎস্না (১৯৯৩)

১৩। ব্যথা খুঁজে আনা (১৯৯৪)

১৪। দ্বিতীয় বিবি (১৯৯৭)

১৫। খোঁজ (২০০১)

১৬। অশ্রুমঙ্গল (২০০২)

১৭। সেই নিখোঁজ মানুষটা (২০১১)

১৮। একটি মেয়ে (২০১৪)

উদ্ধৃত উপন্যাসগুলি নিবিড় পাঠ ও বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আফসারের উপন্যাসবিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আফসারের উপন্যাসগুলি বিষয়বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে ভরপুর। এই গবেষণাকর্মে নির্বাচিত তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসের প্রতি ফোকাস করে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসভাণ্ডারে প্রতীত হয় সমাজে নারীর প্রতি অবহেলার চরম রূপায়ণ। সেখানে পণ্যদ্রব্যস্বরূপ নারীর হস্তান্তর বড়ো প্রকট হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে তাদের মননের অভ্যন্তর চেতনার পর্দাও লেখকের কলমে উন্মোচিত হয়। লেখক সব্যসাচীর মতো মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাবনার সমপরিমাণ তীর যোজনা করেছেন। লেখকসত্তা ও কাহিনির চরিত্ররা যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। লেখক নিজেই চরিত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে ওঠেন। এছাড়া, তাঁর উপন্যাসভুবনের কোথাও পার্থিব আকর্ষণকে তুচ্ছ করে মোহমুক্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হয়েছে। চিরাচরিত শোষক-শোষিতের সম্পর্ক তো কাহিনিকারদের একটি প্রিয় বিষয়। আফসারও সেই বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন। এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজে অর্থই যেমনভাবে

শোষককে বিজয়ীর মুকুট পরায়, আফসারও তেমনি সম্পদশালী শোষকদেরই জয়জয়কার ঘটিয়েছেন। পাশাপাশি শোষিতের প্রতিবাদীসত্তার তীব্র রূপকেও আঁকতে ভোলেননি।

আর্থিক স্বনির্ভরতা সমাজের একটি বৃহৎ স্তম্ভ। যা যে-কোনো মানুষের ব্যক্তিসত্তায় প্রভাব বিস্তারে মরিয়া। সে দিক থেকে বর্তমান সমাজ পরিকাঠামোয় অধিকাংশ মহিলা আর্থিক ভাবে অস্বাবলম্বী। সেই হিসাবে পুরুষরাই সমাজের চালক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই তাদের স্থান হয় অন্তঃপুর, তারা হয় পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্রীড়নক। তবে, সুযোগ পেলে নারীও যে আতসবাজির মতো তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না, এমন দৃষ্টান্তও আফসারের সৃষ্টিতে লভ্য। তাঁর উপন্যাসগুলিতে বড়ো বেশি শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত নারীরা স্থান করে নেয়, তবে সমাজ সংগঠক, সমাজসেবী শুভবুদ্ধির মানুষদের ক্যানভাসে স্থান দিতেও তিনি পিছপা হননি। বেকার সমস্যা, স্বামীহারা নারীর হাহাকার, প্রোষিতভর্তৃকার ক্রন্দন, নর-নারীর সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিবাদ, ধর্মের নামান্তরে পশুপ্রবৃত্তির মনুষ্যসৃষ্ট দাঙ্গা, নারীর চিরায়ত সতীসাধ্বী রূপ, পুরুষের ব্যভিচার প্রভৃতি চমৎকারভাবে ও ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। আফসার আমেদ তাঁর উপন্যাস সাম্রাজ্যে নারীর স্বেচ্ছা গতায়াতের যে পরিমণ্ডল বিনির্মাণ করেছেন তা সময় ও সমাজের নিরিখে যুগোপযোগী সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায় : আফসার আমেদের ছোটোগল্পে সময় ও সমাজের অভিঘাত

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার প্রভাব সমাজ-মানসে অবশ্যম্ভাবী। সময়কে সাক্ষী রেখে আবহাওয়ার বেহিসেবি ভাবভঙ্গির মতো সমাজেরও গতিপ্রকৃতি সদা-সর্বদা পরিবর্তনশীল। সৃষ্টি-ধ্বংস, উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া প্রভৃতি সভ্যতার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সব মালমশলা আবহাওয়ার মর্জি-মেজাজে ভরপুর। বাস্তবিক, সময়কেই সমস্ত দায়ভার স্বীকার করতে হয়। আর শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে যে-কোনো বিষয়ই যে, এই সময়-সমাজের দোদুল্যমানতায় দোলায়িত— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ শাখা কথাসাহিত্যও ব্যতিক্রমী নয়। স্রষ্টা তাঁর সৃজনকর্মে ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করে সময়ের নবরূপ দান করেন। সেই প্রয়াসে কখনও কখনও সময়ের গায়ে এঁকে দেন নবোদ্ভাবিত প্রশ্নচিহ্ন ! আর সেগুলির উপযুক্ত জবাব হয়ে ওঠে সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শাখা ছোটোগল্পগুলি। কথার কারুশিল্পী আফসার আমেদের নির্বাচিত ছোটোগল্পসম্ভারে সময়ের হাত ধরে সমাজ কতটা প্রশ্নচিহ্ন আরোপ করতে পারল— তারই যথোপযুক্ত উত্তরের অনুসন্ধানক্ষেত্র হয়ে উঠবে পরবর্তী আলোচনা।

সময়ের গর্ভগৃহে অন্বেষণ চালিয়ে আফসার আমেদ সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, হাহাকার, আর্তনাদ তথা সমাজের ক্ষত চিহ্নিতকরণে তৎপরতা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের বেষ্টনী অতিক্রম করে উপনীত হয়েছেন শুভবুদ্ধির দোরগোড়ায়। এক্ষেত্রে সেই বিবেকের বাহ্যস্ফুট অবস্থা সমাজের বৈচিত্র্যময় বিষয়সম্ভারে সজ্জিত হয়। এই পর্বে নির্বাচিত আফসার আমেদের ছোটোগল্পগুলি হল—১) 'জনস্রোত, জলস্রোত' (পরিচয়, ১৯৭৯), ২) 'গোনাহ্' (পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮০), ৩) 'জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন' (পরিচয়, গল্পসংখ্যা, ১৯৮১), ৪) 'আদিম' (শারদীয় পরিচয়, ১৯৮১), ৫) 'হাড়' (শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৩), ৬) 'সম্পর্ক' (শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৮৭), ৭) 'বাগ্‌দান' (বারোমাস, নববর্ষ ১৯৮৮), ৮) 'বাসর' (১ম সংখ্যা গল্পপত্র, ১৯৮৮), ৯) 'বিরহ' (প্রতিক্ষণ, জুলাই ১৯৮৮), ১০) 'মিলন' (শারদীয়া, যুগান্তর, ১৯৮৮), ১১) 'কান্না' (শারদীয় বারোমাস, ১৯৮৮), ১২) 'সমুদ্রের নিলয়' (পরিচয়, শারদীয় ১৯৮৮), ১৩) 'আর্তি' (কালান্তর, শারদীয় ১৯৮৯), ১৪) 'অভিমান' (শারদীয়, গল্পপত্র, ১৯৮৯), ১৫) 'কুড়ি বছর' (আজকাল, ৫ আগস্ট, ১৯৯০), ১৬) 'পাথর পাথর' (পরিচয়, শারদীয় ১৯৯০), ১৭) 'শীতজাগর'

(আজকাল, শারদীয় ১৯৯০), ১৮) ‘রক্তলজ্জা’ (প্রতিক্ষণ, আগস্ট ১৯৯১), ১৯) ‘পাণিগ্রহণ’ (প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৯৯১), ২০) ‘হাসিনার পুরুষ’ (আজকাল, শারদীয় ১৯৯১), ২১) ‘নোঙর’ (প্রতিক্ষণ, মার্চ ১৯৯২), ২২) ‘হৃদয়ের অসুখ’ (আজকাল, শারদীয় ১৯৯২), ২৩) ‘দুই নারী’ (শারদীয় কালান্তর, ১৯৯২), ২৪) ‘সঙ্গ’ (শারদীয়, আজকাল, ১৯৯৩), ২৫) ‘দুই বোন’ (শারদীয়, আজকাল, ১৯৯৪), ২৬) ‘ঘরের কথা’ (শারদীয়, বারোমাস, ১৯৯৪), ২৭) ‘প্রেমে অপ্রেমে’ (অপরাজিত, শারদীয় ১৯৯৭), ২৮) ‘একা এবং একা’ (শারদীয় তথ্যকেন্দ্র, ১৯৯৭), ২৯) ‘মেয়ের মা’ (আজকাল, ২৫ জুলাই ১৯৯৯), ৩০) ‘আয়রে সোনা চাঁদের কণা’ (বারোমাস, শারদীয় ২০০০), ৩১) ‘মালতীর মন’ (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০০০), ৩২) ‘গানের ভুবন’ (আজকাল, শারদীয় ২০০২), ৩৩) ‘ধস’ (নন্দন, শারদীয় ২০০৩), ৩৪) ‘রঙ্গ’ (বারোমাস, শারদীয় ২০০৩), ৩৫) ‘সুখ-অসুখ’ (কালি ও কলম, সেপ্টেম্বর ২০০৪), ৩৬) ‘আরও আলো’ (সংবাদ প্রতিদিন, শারদীয় ২০০৫), ৩৭) ‘প্রেমিকার কবর’ (বারোমাস, শারদীয় ২০০৫), ৩৮) ‘ভালোবেসে ব্যথা পেয়ে পেয়ে’ (কালি ও কলম, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), ৩৯) ‘সুধা অ্যাপার্টমেন্ট’ (কালি ও কলম, জুলাই ২০০৬), ৪০) ‘একটি গিটার’(বারোমাস, শারদীয় ২০০৬), ৪১) ‘হয়ত’ (শারদীয় আজকাল, ২০০৬), ৪২) ‘বড়োদের গল্প’ (কালি ও কলম, বাংলাদেশ এপ্রিল-মে ২০০৭), ৪৩) ‘যে কথা বলার ছিল’ (প্রবাহ তিস্তা তোর্সা, জুলাই ২০০৭), ৪৪) ‘পিঙ্গল চোখের সেই শিশুটির মা’ (শারদীয় সময়, ২০০৭), ৪৫) ‘বান্ধবীকে খোঁজার রাত’ (শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ২০০৭), ৪৬) ‘এলাটিং বেলাটিং সই লো’ (বারোমাস, শারদীয় ২০০৯), ৪৭) ‘খাঁচার পাখি’ (একদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০), ৪৮) ‘অভিসার’ (আজকাল, শারদীয় ২০১০), ৪৯) ‘নীল ডুরে শাড়ি আর এলোখোঁপা’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন ২০১১), ৫০) ‘নারীর আত্মপরিচয়’।

উদ্ধৃত ছোটোগল্পগুলি আনুবীক্ষণিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আফসারের ছোটোগল্পের ধারাকে তুলে ধরা হয়েছে।

আফসার আমেদের তিনশোর কাছাকাছি ছোটোগল্পসম্ভারে সমাজের বৈচিত্রময় বিষয় প্রাচুর্যের সমাহার। এই গবেষণাকর্মে নির্বাচিত তাঁর বেশ কিছু ছোটোগল্পের পোস্টমর্টেম করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পের ঝাঁপিতে যেমন বন্যাকবলিত জনসাধারণের দুর্ভোগপূর্ণ

জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি তাদের মনের গহিন তথা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। ক্ষুধার তাড়নায় পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের আন্তরিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। সেইসঙ্গে মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতনের বিস্তৃত পরিসর সমাজ প্রস্তুত করে রাখে। আবার, রুজি-রোজগারের টানে শহরে ছুটে যাওয়া মানুষদের পরিবার-পরিজন তাদের অনুপস্থিতিতে কেমনভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করে, তার সুন্দর ক্যানভাস এখানে অঙ্কিত হয়। চিরকালীন শোষক-শোষিতের সম্পর্কের নিষ্ঠুরতা তো আছেই, আরও আছে নারীর প্রতি সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নানা বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ।

বর্তমান সমাজপরিকাঠামোয় বেশিরভাগ মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল। তাই শোষিত, নির্যাতিত হতে হতে ঘুরে দাঁড়ানোর সামান্য সুযোগ পেলেই তারা তার সদ্ব্যবহার করে। আবার, সমাজ কীভাবে মেয়েদের যৌনকর্মী হিসাবে শিকার করে, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত আফসার আমেদের গল্পে প্রতিফলিত হয়। মেয়েদেরই স্বামীকে তোয়াজ করে ধরে রাখতে হয়—সমাজে এমন একটা অলিখিত আইন যে চলিত আছে— আফসার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর গল্পে স্থান দেন। নারী মানেই সহনশীলতার প্রতিমূর্তি— তেমনি কিছু সহনশীল, সহ্যশক্তির অধিকারী নারীও গল্পগুলির সিংহভাগ দখল করে আছে। পুরুষের একাধিক বিবাহকে সমাজ খারাপ চোখে দেখে না, বরং ধর্মের দোহাই দিয়ে তার মান্যতা দেয়। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা স্পর্ধা তুল্য। সমাজ যেন নারীর জন্য আনাচে-কানাচে জাল বিস্তার করে রেখেছে, কোনো-না-কোনো ফাঁদে তাকে আটক হতেই হবে— আফসার আমেদের গল্পগুলি এই ফাঁদের প্রতিবাদস্বরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না।

কর্তব্যের কাছে ভালোবাসাও হার মেনে যায়, কোথাও আবার সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ভালোবাসার জয়গান ধ্বনিত হয়। কোনো কোনো গল্পে ধর্মীয় কুসংস্কার ভেদ করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে স্বীকৃতি জানিয়ে আধুনিকা হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। ফুটপাথবাসী নারী-পুরুষকেও তিনি তাঁর সৃষ্টিতে অনন্যতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। এইসমস্ত নরনারীর জীবনযাত্রার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা স্বীকার করতে হয়। তাদের জীবনযাত্রা পশুর নামান্তর বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। অবৈধ প্রেমের সুনিপুণ বর্ণনায় আফসার আমেদ সিদ্ধহস্ত। তবে, তা

স্বীকারের গ্লানিও যে কম নয়, সেটিও সুন্দর চাতুর্যের সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পে কোথাও আবার অকালবৈধব্য নারীকে স্বাবলম্বী হতে বাধ্য করে। তবে, নারী বোধহয় চিরকালই চায় পুরুষের সাহচর্য। পছন্দের পুরুষকে পাওয়ার হাজারো বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নারী পিছিয়ে আসে না। প্রকৃতপক্ষে, সহনশীল, সমঝদার, লড়াকু নারী আফসারের সৃষ্টিসম্ভারে বহুল পরিচিত। নারীর সেই সহ্য ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তাকে প্রতিবাদ মুখর করে তোলার জ্বলন্ত উদাহরণ আফসারের সৃজনকর্মে লভ্য। তাঁর ছোটোগল্পে মেয়েদের করুণ, অসহায়তার মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। তাই 'ঘোরতর নারীবাদী'র তকমা তাঁর মাথার টুপিতে নতুন পালকের সংযোজনের মতো শোভা পায়। আফসারের ছোটোগল্পগুলি সময় ও সমাজের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানবজীবনের আলেখ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চম অধ্যায় : আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রতা

আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বক্তব্য দু-টি পৃথক পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম পর্বে আফসারের উপন্যাস সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ছোটোগল্প সংক্রান্ত আফসার আমেদের স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয়েছে।

আফসার আমেদের উপন্যাসচর্চায় কিস্‌সা-উপন্যাসগুলিই মূল ফোকাসে চলে আসে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন— "আমার 'কিস্‌সা' সিরিজে ছ-টি উপন্যাসের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। কেননা এইসব কিস্‌সাগুলি বাংলা আখ্যানে নতুন আঙ্গিক এনেছে। ... উপন্যাসগুলিকে দিয়েছি অন্য ধরন। পাঠক যেভাবে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি খুশি। এই লেখার কাছে সম্ভাবনা ছিল হয় পাঠক বাতিল করবেন বা গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। পাঠকরা যে নিয়েছেন তার জন্য পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ।"[১]

নতুন আঙ্গিকের রূপকার হিসাবে এই দোলায়ত মন, দুশ্চিন্তা, সংশয় এসবই অভিনবত্বের আমদানি করে। এছাড়া, তাঁর উপন্যাসবিশ্বের সার্বিক সফলতা সম্বন্ধে নবারুণ ভট্টাচার্যের উক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ— 'পরিশেষে আফসারকে বাহবা দেব— নিজস্ব একটি আখ্যানের দেশজ আদল আয়ত্ত করে স্বতন্ত্র মেজাজ ও মর্জিতে লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা সকলের থাকে না।'[২] এমনই নানান অভিমত আফসারের উপন্যাসের স্বতন্ত্রতা চিহ্নিত করে দেয়। সর্বোপরি তাঁর কিস্‌সা-উপন্যাসগুলি তো বাংলা কথাসাহিত্যে নবতম এক পথের সন্ধান দেয়।

ছোটোগল্পকার হিসাবেও আফসার তুলনারহিত। তাঁর গল্পে সমকালীন সমাজ-রাজনীতির ছাপ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি সমাজের অর্ধাংশের অধিকারী নারীদেরও নজরকাড়া ভিড় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমলেন্দু চক্রবর্তী আফসারের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেন— "পাঠ শুনতে শুনতে অচিরেই শিরদাঁড়ায় একটি শক্ত টান অনুভব করছিলাম। জ্যেষ্ঠের শিথিল ঔদাসীন্য সত্ত্বেও কী করে তাঁর সমস্ত মনোযোগ টেনে নিতে হয় নিজের বৃত্তে, আত্মবিশ্বাসের এমন একটা জোর ছিল তাঁর গদ্যে, অনুপুঙ্খ ডিটেল নির্মাণে, গ্রামীণ জীবনবোধের অনুসন্ধিৎসায় !"[৩]

আসলে আফসার একেবারে নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষদের তাঁর উপন্যাসে জায়গা করে দিয়েছেন। সেখানে দিনমজুর, ভাগচাষি, রিকসাচালক, দপ্তরিপাড়ার শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, লোহার মিস্ত্রি, সোনার কারিগর, মিষ্টির কারিগর, চশমার দোকানদার, দর্জি, ব্লাউজের দোকানদার প্রমুখ এমনই অতি-সাধারণ মানুষজনের আনাগোনা। ফলত, এই সমস্ত প্রায় অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষদের সম্পর্কের টানাপোড়েন শিক্ষিত পাঠকের কাছে রোমান্সের ফানুসে ডুবে থাকা তো নয়ই, বরং সমাজের পঙ্কিলতা, কদর্যতাই বড়ো বেশি প্রতিভাত হয়। জীবনের প্রত্যক্ষ রূঢ় বাস্তবতাকে সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন পাঠকই তাঁর অভিপ্রেত। এছাড়া, রচনাশৈলী, ভাষা, পরিকাঠামোগত বুনন প্রভৃতি দিকগুলিও আফসারের অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে তাঁর স্বতন্ত্রতার পরিসরগুলি সহজেই চিহ্নিত করে দেয়।

আফসারের উপন্যাস ও গল্পের এমনই নানান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাঁর মুন্সিয়ানার ক্ষেত্রগুলি বিস্তৃতাকারে চিহ্নিতকরণ এ অধ্যায়ের মুখ্য আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১। মোস্তাক আহমেদ, "সাহিত্যিক আফসার আমেদ : একান্তে কিছুক্ষণ", 'গাধা', সম্পাঃ মলয় সরকার, হাওড়া, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২৪৪

২। নবারুণ ভট্টাচার্য, "আফসার আমেদের দুটি আখ্যান এবং তারপর ...", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, "আফসার আমেদের ছোটোগল্পের মানস ও দৈহিকতা", 'গাধা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

উপসংহার

গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানান চিন্তাভাবনা দানা বাঁধে। পুরোনো ও নতুনের মেলবন্ধন মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। গ্রাম ও শহর তেমনি একে অপরের পরিপূরক। শহর চাকচিক্য দিয়ে নিজের পরিসর বিস্তৃত করে গ্রামীণ উন্মুক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশকে গ্রাস করতে ক্রম অগ্রসর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সেই পরিবর্তনশীলতা পুরোনোকে আঁকড়ে না থেকে অর্বাচীনের প্রতি মানুষকে প্রবুদ্ধ করে। সময়ের হাত ধরে গ্রামীণ পরিবেশের অদলবদলকে চিহ্নিতকরণে উদ্যোগী, একজন নির্দিষ্ট লেখককে মধ্যবিন্দু করে তাই গবেষণা করার সংকল্প। পূর্বেই আফসারের কয়েকটি গল্প পড়ার সুবাদে তাঁর নামটিই মনের মধ্যে আনাগোনা করে। তাছাড়া, গ্রামীণ যাপনচিত্রের প্রতি দুর্বলতা এবং লেখকের সেই গ্রাম-বাংলার পরিবেশের পরিচিত ছবি স্পষ্টকরণে মুনসিয়ানা আরো বেশি তাঁর প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট তাঁর মৃত্যু বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বৃহৎ ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। শোকাহত মন এই নামটিকে নির্বাচনে সুবিধা করে দেয়। গবেষণার ভাবনা এখান থেকেই প্রথমে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে ও পরে তা একীভূত হয়। গবেষণা সন্দর্ভে কথাসাহিত্যিক আফসারের সমগ্রতাকে ধরার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কেবলমাত্র উপন্যাস বা কিস্‌সাধর্মী রচনাগুলি কিংবা ছোটোগল্প নিয়ে পৃথকভাবে 'থিসিস' রচনা অসম্ভব নয়। বিশেষত, তাঁর কিস্‌সাগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক অনন্যতার নজির রাখে। সম্পূর্ণ গদ্য আখ্যানে রচিত তাঁর কিস্‌সাগুলি বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অভিনব সংযোজন।

প্রকৃতপক্ষে, আফসার আমেদ এমন একজন কথাকার, যিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ-মানসের উপর বড়ো বেশি আস্থা রেখেছেন। একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষজনের অজানা-অচেনা মর্মস্থলের চুলচেরা মর্মন্তুদ বিশ্লেষণে তাঁর জুড়ি মেলা সত্যিই বিস্ময়ের। তাঁর কথাসাহিত্যের আখ্যানগুলির মধ্যে বিধৃত আছে নিম্নবিত্ত মানুষের জৈব ও আর্থ-সামাজিক জীবনধারণের দ্বন্দ্বময় পটভূমি, সহাবস্থানের চিরায়ত রূপ। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক বিশেষত নর-নারীর পবিত্রতম বৈবাহিক সম্পর্কের ওঠা-পড়া, গভীরতা, উদাসীনতা, উত্থান-পতন প্রভৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথ্য ভাষার ব্যবহার ও মুসলমান

নারীদের অন্দরমহলের অপ্রকাশিত মর্মকথা— প্রাচীনসাহিত্যে হনুমানের বুক চিরে রাম-সীতা দেখানোর মতোই যা অনবদ্য প্রভৃতি তিনি চমৎকার বিশিষ্টতায় চিত্রিত করেছেন। এছাড়া, open ended form অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে একাধিক কাহিনির উৎস দ্রবীভূত থাকে, তেমনি কাহিনি-নির্মাণ আঙ্গিক তাঁর কথাসাহিত্যকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে তাঁকে নিম্নবিত্তের সমাজসচেতক লেখক হিসাবে নির্বাচন সহজ প্রতিপন্ন হয়। আফসার সেইসমস্ত মানুষদেরই ছোটো ছোটো স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুপ্ত ইচ্ছা ইত্যাদি যাপনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি সজাগ অভিনিবেশ করেছেন। এখানেই আফসারের অভিনবত্ব। কোনো স্রষ্টাকে ধর্মীয় বাতাবরণের মোড়কে আবদ্ধ করতে চাওয়া শিল্পের জগতে শাশ্বত বহমান বিশুদ্ধ বাতায়নপথে অর্গল অবরুদ্ধ করার সামিল। সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্তকল্পে গবেষক হিসাবে এ প্রয়াস। বস্তুত, চরিত্র, নাম কিংবা বিশেষ কিছু শব্দ প্রয়োগ ব্যতিরেকে আফসারকে অধ্যয়ন করলে শিক্ষিত, সংস্কৃতি-মনস্ক, রুচিশীল পাঠকবৃন্দের মানুষের অতলান্তিক দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জন অবধারিত হয়ে পড়ে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বর্তমান সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আশা রাখা যায়, গবেষণা সন্দর্ভটি পরবর্তীকালের গবেষকদের নিরপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণে তথা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সমান্তরালতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

গবেষণা সন্দর্ভের আকর গ্রন্থসমূহ:

উপন্যাস গ্রন্থ:

১। আত্মপরিচয়।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯০।

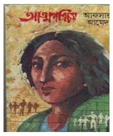

২। স্বপ্নসম্ভাষ।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা ১৯৯১।

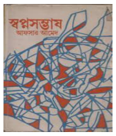

৩। খণ্ডবিখণ্ড।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯২।

৪। অন্তঃপুর।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩।

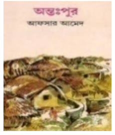

৫। দ্বিতীয় বিবি।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৭

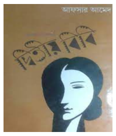

৬। খোঁজ।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০১।

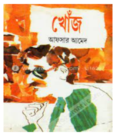

৭। ঘরগেরস্তি।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০১।

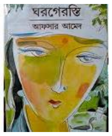

৮। সেই নিখোঁজ মানুষটা।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০১।

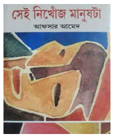

৯। অশ্রুমঙ্গল।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০২।

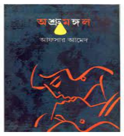

১০। ধানজ্যোৎস্না।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০০৩।

১১। ব্যথা খুঁজে আনা।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০০৩।

১২। একটি মেয়ে।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪।

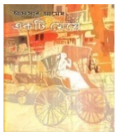

১৩। কিস্‌সা সমগ্র ১।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬।

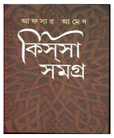

১৪। কিস্‌সা সমগ্র ২।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬।

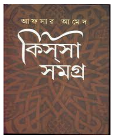

ছোটোগল্প গ্রন্থ:

১। আফসার আমেদ। 'প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর'।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ, ১৪০০।

২। দেবেশ রায় (সম্পাঃ)। 'রক্তমণির হারে' (১ম খণ্ড)।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯।

৩। দেবেশ রায় (সম্পাঃ)। প্রতিক্ষণ গল্প সংকলন ২।

১ম প্রকাশ। কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০২।

৪। আফসার আমেদ। ‘আমার সময়, আমার গল্প’।
১ম প্রকাশ। কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০৮।

৫। আফসার আমেদ। ‘খুনের অন্দরমহল’।
১ম প্রকাশ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪১৬।

৬। আফসার আমেদ। ‘সেরা ৫০ টি গল্প’।
পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৭।

৭। আফসার আমেদ। ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’।
পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮।

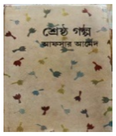

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। অন্নদাশঙ্কর রায়। 'হট্টমালার দেশে'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, শৈব্যা পুস্তকালয়, মার্চ ১৯৮০।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বাংলার ব্রত'। ১ম প্রকাশ। বিশ্বভারতী, ১ শ্রাবণ ১৩৫০।

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী। 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব'। ৯ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলির্শাস প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৮।

৪। অমলেশ ত্রিপাঠী। 'স্বাধীনতার মুখ'। ১ম সং। আনন্দ পাবলির্শাস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কালের প্রতিমা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৭৪।

৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কালের পুত্তলিকা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৮২।

৭। অরূপকুমার দাস। 'সত্তর দশক পূর্বাপর সময়-স্মৃতি-সাহিত্য'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১।

৮। অশ্রুকুমার সিকদার। 'এককুড়ি পছন্দের প্রবন্ধ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাঙচিল, অক্টোবর ২০০৯।

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'। ৩য় সং। কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮।

১০। আনিসুজ্জামান। 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য'। ১ম চারুলিপি প্রকাশ। ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। (১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬৪)

১১। আফরোজা খাতুন। 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

১২। আফরোজা খাতুন। 'মেয়ে তুমি এবং আমরা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬।

১৩। আফসার আমেদ। 'মুসলমান সমাজ নানাদিক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

১৪। আবু ইসহাক। 'সূর্য দীঘল বাড়ী'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৯।

১৫। আব্দুল জব্বার। 'বাংলার চালচিত্র'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৭।

১৬। ওসমান মল্লিক। 'তালাক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, পাণ্ডুলিপি, বইমেলা ২০১৭।

১৭। জাহিরুল হাসান। 'মুসলমানকোষ'। ১ম প্রকাশ। কলিকাতা, পূর্বা, জানুয়ারি ২০১৩।

১৮। ড. তৌসিফ আহমেদ ও ড. নবনীতা বসু (সম্পাঃ)। 'আফসার আমেদ : জীবন ও সাহিত্য'। কলকাতা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

১৯। তপোধীর ভট্টাচার্য। 'উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ বৈশাখ ১৪১২।

২০। তসলিমা নাসরিন। 'আমার মেয়েবেলা' (১ম খণ্ড)। ২য় সং। কলকাতা, পিপল্স্ বুক সোসাইটি, আগস্ট ১৯৯৯।

২১। তসলিমা নাসরিন। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, প্রতিভাস, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯।

২২। দেবেশ রায় (সম্পাঃ)। 'রক্তমণির হারে'। ১ম খণ্ড। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্য অকাডেমি, ১৯৯৯।

২৩। নীরদবরণ হাজরা। 'কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি'। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এপ্রিল, ১৯৯৫।

২৪। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। পঞ্চদশ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৩।

২৫। পবিত্র সরকার। 'ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান'। ১ম সং। কলকাতা, লতিকা প্রকাশনী, বইমেলা ২০১৮।

২৬। পুলক চন্দ (সম্পাঃ)। 'নারীবিশ্ব'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাঙচিল, জুলাই ২০০৮।

২৭। বনফুল। 'ডানা'। ১ম দে'জ সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০২।

২৮। বনফুল। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' (১ম খণ্ড)। ৪র্থ সং। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা, বাণীশিল্প, মে ২০১৯।

২৯। বনফুল। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' (২য় খণ্ড)। ৪র্থ সং। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা, বাণীশিল্প, মে ২০১৯।

৩০। বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাঃ)। 'নারীপৃথিবী : বহুস্বর'। ১ম প্রকাশ। উর্বী প্রকাশন, নভেম্বর ২০১১।

৩১। বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। 'স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-মানস'। ১ম সংস্করণ। কলকাতা, সৃষ্টিসুখ, আগস্ট ২০২০।

৩২। বীতশোক ভট্টাচার্য (সম্পাঃ)। 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৩৩। ভবতোষ দত্ত। 'দেশ কাল সাহিত্য'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, বইমেলা ২০০৬।

৩৪। মইনুল হাসান (সম্পাঃ)। 'মুসলিম সমাজ এবং এই সময়'। অখণ্ড সোপান সং। কলকাতা, সোপান, ২০২১।

৩৫। মনিরউদ্দিন ইউসুফ (অনূদিত)। 'ফেরদৌসীর শাহনামা'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

৩৬। মিলন দত্ত। 'চলিত ইসলামি শব্দকোষ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মার্চ ২০০৮।

৩৭। মিলন দত্ত (সম্পাঃ)। 'তাহাদের কথা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৫।

৩৮। যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পাঃ) । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। ১ম প্রকাশ। বেঙ্গল পাবলির্শাস (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৭ বঃ।

৩৯। রবিন পাল। 'উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন'। ১ম সং। কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১১।

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সঞ্চয়িতা'। ১০ম সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৮৯।

৪১। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলার মুখ'। ১ম সং। ছাতিম বুক্‌স্‌, ১৯৯৮।

৪২। শামসুর রাহমান। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৪৩। শ্রী তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পশ্চিমবাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব'। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮৩।

৪৪। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

৪৫। শেখর সেনগুপ্ত (অনুঃ)। 'মপাসাঁ রচনাবলী'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, তুলি-কলম, জুন ১৯৮৬।

৪৬। সমরেশ বসু। 'আমি তোমাদেরই লোক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৮৬।

৪৭। সমরেশ বসু। 'বি.টি. রোডের ধারে'। ৪র্থ সং। দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ১৯৮৫।

৪৮। সমির সেনগুপ্ত। 'মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় পরিভাষা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১১।

৪৯। সিরাজুল ইসলাম (১ম সম্পাঃ)। সাজাহান মিয়া (ব্যবস্থাপনা সম্পাঃ)। 'বাংলাপিডিয়া' (খণ্ড ২)। ১ম পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪।

৫০। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাঃ)। 'জনপদাবলি'। ১ম প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০১।

৫১। সুমিতা চক্রবর্তী। 'ছোটোগল্পের বিষয়-আশয়'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০১৬।

৫২। সুশীল রায়। 'বাংলা প্রবাদ'। পরিবর্তিত ৩য় সং। কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা ১৩৯২।

৫৩। সেলিনা হোসেন। 'গল্পসমগ্র'। ২য় মুদ্রণ। ঢাকা, সময় প্রকাশন, জুন ২০১০।

৫৪। সেলিনা হোসেন। 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৫৫। সৈয়দ আবুল মকসুদ (ভূমিকা)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস-সমগ্র'। ১ম ভারতীয় সং। কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০৩।

৫৬। সোহারাব হোসেন। 'বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি'। ১ম খণ্ড। ২য় সং। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১২।

৫৭। সোহারাব হোসেন। 'বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি'। ২য় খণ্ড। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১২।

৫৮। স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত (সম্পাঃ)। 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'। ৪র্থ সং। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর ২০২০।

৫৯। স্বপন মৈত্র। 'স্বাধীনোত্তর বাংলার খাদ্য আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বোনা, ২রা অক্টোবর ২০১১।

৬০। স্বপ্নময় চক্রবর্তী। 'অণুগল্প সংগ্রহ'। ১ম প্রকাশ। অভিযান পাবলির্শাস, জানুয়ারি ২০১৪।

সহায়ক পত্রপত্রিকা :

১। অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল (সম্পাঃ)। 'বনানী'। উলুবেড়িয়ার শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস সংখ্যা। ২০১৮।

২। অরুণ কুণ্ডু (সম্পাঃ)। 'সৃষ্টির একুশ শতক'। সেপ্টেম্বর ২০১৮।

৩। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ)। 'পরিকথা'। মে ২০১৪।

৪। মলয় সরকার (সম্পাঃ)। 'গাধা'। এপ্রিল ২০১৭।

৫। সাইফুল্লা (সম্পাঃ)। 'আলিয়া'। অক্টোবর ২০১৮।

৬। সুধীন বসু (সম্পাঃ)। 'বালার্ক'। জানুয়ারী-জুন ২০০৩।

সহায়ক ওয়েবসাইট :

১। bn.m.wikipedia.org

২। https://bengali.indianexpress.com

৩। Sahityakathya.com

....